Mettlepower Communications

Coverage Sheet

Publication & Date: AAJ KAAL (03.04.2011)

Page Number: Rababasania — 4 (স-D)

Head Line: Hijbul : The Whistle Boy.

হিজবুল বাঁশি বালক

চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস্' সিনেমার কথা মনে পড়ে? চার্লি একটি বাঁশি খেয়ে ফেলেছিলেন। তারপর প্রতিটি হেঁচকি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছিল বাঁশি। রাস্তায় গাড়ি থেমে যাওয়া, পার্টিতে অস্বস্তি, রাস্তার কুকুর গায়ে ওঠা ইত্যাদি। সেটা সিনেমায় ছিল বলে নির্ভেজাল হেসেই সবাই মজা পেয়েছিলেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের সাত বছরের হিজবুল বাস্তবিকই একটি বাঁশি খেলতে খেলতে খেয়ে ফেলেছিল। সে কখনই ভাবেনি এই সামান্য বিষয়টি সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। খেয়ে ফেলার পরে হিজবুল যখনই কথা বলার চেষ্টা করছিল, তখন কথার বদলে শুধুই বাঁশির আওয়াজই গলা থেকে বেরোচ্ছিল। গ্রামে যা হয়, হিজবুল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, সবাই দেখতে আসছে। যা-ই হোক, হিজবুলের বাবা ও মা এলাকার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পরে হিজবুলকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

বাবা-মায়ের সঙ্গে হিজবুল কলকাতার মেডিকা ই এন টি হাসপাতালে আসে। সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই তার একটি সিটি স্ক্যান হয়। দেখা যায় বাঁশিটি হিজবুলের ফুসফুসের ঠিক কাছে আটকে রয়েছে। হাসপাতালের তিন ই এন টি বিশেষজ্ঞ ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, ডাঃ চিরদীপ দত্ত ও ডাঃ এন ভি কে মোহন বুঝতে পারেন দ্রুততায় অস্ত্রোপচার করে বাঁশিটি বের করে না আনতে পারলে পরিস্থিতি যে-কোনও সময় মর্মান্তিক হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন ও পেডিয়াট্রিক সার্জেনদের সঙ্গে কথা বলেন। সে মুহূর্তে হিজবুলের পরিবারের কাছে কোনও টাকা না থাকলেও এই জটিল অস্ত্রোপচারটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করার সিদ্ধান্ত নেন। ই এন টি সার্জেন ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, ডাঃ চিরদীপ দত্ত ও ডাঃ এন ভি কে মোহন এবং শিশুশল্যবিদ ডাঃ সৌমেন মিত্র ও ডাঃ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য হিজবুলের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে অস্ত্রোপচারটি করেন ও বাঁশিটি শরীরের থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। পুরো চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে সাফল্যের বিষয়টি সাংবাদিকদের সামনে ব্যাখ্যা করেন ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ চিরদীপ দত্ত, ডাঃ এন ভি কে মোহন ও মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এল এন ত্রিপাঠী। ডাঃ এল এন ত্রিপাঠী জানান, পুরো অস্ত্রোপচারটির জন্য খরচ হয়েছে ৫৭,০০০ টাকা। কিন্তু হিজবুলের পরিবার ১৫,০০০ টাকা দিয়েছে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ অলক রায় বলেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে টাকাটা কোনও বিষয় ছিল না, মূল লক্ষ্য ছিল ছেলেটিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া। আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসকদের টিম সফলতার সঙ্গে তা করতে পারায় আমরা গর্বিত। মেডিকা ই এন টি হাসপাতালে যোগাযোগ: (০৩৩) ২৪২৬-৪৯০১/০২/০৩।

হিজবুল ও তার মা। ওপরে সিটি লাইটস্-এর চার্লি চ্যাপলিন

সুদীপ্ত চক্রবর্তী